গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর
চট্টগ্রাম সমিতি ভবন (৬ষ্ঠ-৮ম তলা)
৩২, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।
website: www.dedo.gov.bd; e-mail: dg.dedo@yahoo.com

নথি নং-১০/ডেডো/পলিসি/প্রত্যর্পণ নীতিমালা/২০০৮/০৮/ ২৭৭৭ তারিখঃ ২২।৫।১৭

বিষয়ঃ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ মোতাবেক রি-রেজিস্ট্রেশনের কপি দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের পত্র নং-০৮.০০০০.০৬৮.১১.০০৫.১২(৮১)/২০১৫/৫৪৯, তাং- ১০/০৪/২০১৭খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রীয় ক্রমিক ০২ এর প্রত্যর্পণ আবেদনের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। আগামী ০১ জুলাই, ২০১৭ খ্রি. তারিখ হতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর হবে এবং মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ রহিত হবে। আগামী ০১ জুলাই, ২০১৭ হতে বর্তমানে প্রচলিত ১১ ডিজিটের মূসক নিবন্ধন নম্বর স্বয়ংক্রীয়ভাবে অকার্যকর হয়ে পড়বে। একারণে, বর্তমানে চালু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ অনুযায়ী পুনঃনিবন্ধনের মাধ্যমে নতুন ই-বিআইএন গ্রহণ করলেও ৩০ জুন, ২০১৭খ্রি: পর্যন্ত নতুন ০৯ ডিজিট বা পুরাতন ১১ ডিজিটের বিআইএন দ্বারাই অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে মর্মে সূত্রীয় ০১নং পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এরুপ অবস্থায় নতুন আইন অনুযায়ী আগামী ৩০ জুন, ২০১৭ খ্রি: তারিখের মধ্যে সকল করদাতা প্রতিষ্ঠানকে রি-রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করে আমদানি-রপ্তানিসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। তবে, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর আলোকে অনিষ্পন্ন প্রত্যর্পণ আবেদন এবং ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত রপ্তানি চালানের বিপরীতে প্রত্যর্পণ প্রদান কার্যক্রম মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর বিধান মোতাবেকই নিষ্পত্তি করা হবে। এমতাবস্থায়, আপনার দাখিলকৃত প্রত্যর্পণ আবেদনের কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ মোতাবেক অনলাইনে রি-রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে মূসক ২.১ ফরম অনুযায়ী রি-রেজিস্ট্রেশনের একটি কপি এ দপ্তরে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৩। এছাড়া, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ মোতাবেক সকল প্রতিষ্ঠানের রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নতুন মূসক আইন অনুযায়ী রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানিপণ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূসক ধারা ৪৬ অনুযায়ী দাখিলপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কমিশনারের কাছ থেকে রিফান্ড গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং, সংশ্লিষ্ট সার্কেলে আগামী ০১ জুলাই, ২০১৭খ্রি: তারিখ হতে রিটার্ন দাখিলের জন্যও বলা হলো।

সংযুক্তিঃ সূত্রীয় পত্রের কপি ০২ (দুই) পাতা।

(মোঃ জাফরুল আমিন)
সহকারী পরিচালক
মহাপরিচালকের পক্ষে

প্রাপকঃ মহাসচিব
বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
২৩/১ পান্থপথ লিংক রোড, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

BGMEA DAK
President
Vice President
Vice President
Vice President (F)
Secretary General/Secretary
Cus / Fair / SSD / C&M
MIS / CMC / Lab / Sfty
Accts / Insr / GTZ Proj.
Consultant/Membership 3286
PS / APS
Signature 23/5/17
No. and Date

F:\Policy\Policy\Policy Letter.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প
৮ম তলা, আইডিইবি ভবন, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
www.nbr.gov.bd, www.vat.gov.bd

ভ্যাট সম্পর্কে জানতে কল করুন ১৬৫৫৫ নম্বরে

বিজ্ঞপ্তি

নং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.১১.০০৫.১২(৮১)/২০১৫/৫৪৯ তারিখঃ ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়: অনলাইনে ইস্যুকৃত ৯ ডিজিটের ব্যবসায় সনাক্তরণ সংখ্যা (ই-বিআইএন) ব্যবহার সংক্রান্ত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভ্যাট ব্যবস্থার সকল কাজ অনলাইনে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে মূল্য সংযোজন কর সম্পূর্ণ ডিজিটাইজ করার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সম্মানিত করদাতাগণ যাতে তাদের সকল কাজ ঘরে বসে অনলাইনে সম্পন্ন করতে পারেন সে লক্ষ্যে এনবিআর কাজ করছে। প্রথম পর্যায়ে মূসক নিবন্ধন মডিউলটি করদাতাগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

২। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী বিগত ১৫ মার্চ, ২০১৭ তারিখ হতে অনলাইনে নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিগত ২৩ মার্চ ২০১৭ তারিখে অনলাইন মূসক নিবন্ধন ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে দেশের ব্যবসায়ের পরিবেশ অনেক উন্নত হবে। অসত্য তথ্য দিয়ে নিবন্ধন গ্রহণ বন্ধ হবে এবং মূসক ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নসহ ব্যবসায়ী মহলের জন্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মুচিত হবে। সিস্টেমটি চালুর পর অনেক করদাতা ইতিমধ্যে অনলাইনে নিবন্ধন গ্রহণ করছেন। প্রতিদিন ২০০ হতে ২৫০ নিবন্ধন অনলাইনে গৃহীত হচ্ছে, যা পূর্বের সনাতন পদ্ধতিতে গৃহীত নিবন্ধনের চেয়ে অনেক বেশি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনলাইন নিবন্ধন ব্যবস্থাকে আরো জনপ্রিয় করার জন্য ব্যাপক প্রচারে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে অনলাইনে নতুন নিবন্ধন ও পুনঃনিবন্ধনের সংখ্যা আরো বাড়বে বলে আশা করা যায়। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০২০ সালের মধ্যে ৫ লাখ কার্যকর ভ্যাট নিবন্ধন প্রদানের যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন অনলাইন মূসক নিবন্ধন ব্যবস্থা এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ আগামি ১লা জুলাই থেকে নুতন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুরূপে এগিয়ে নেয়া সহজতর হবে বলে আশা করা যায়।

৩। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। মাঠ পর্যায়ের সুবিধার্থে গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ, যথা:

(ক) আগামী ১ জুলাই, ২০১৭ হতে বর্তমানে প্রচলিত ১১ ডিজিটের মূসক নিবন্ধন নম্বর বা ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা (বিআইএন) স্বয়ংক্রীয়ভাবে অকার্যকর হয়ে পড়বে। আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমসহ সকল কার্যক্রমে অনলাইনে ইস্যুকৃত নতুন ই-বিআইএন ব্যবহৃত হবে। এমতাবস্থায়, ১৯৯১ সনের মূসক আইনের আওতায় যারা নিবন্ধন গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে ব্যবসায় পরিচালনা করছেন তাদের মধ্যে যাদের মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর আওতায় নিবন্ধন গ্রহণ বা তালিকাভুক্তি গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে তাঁদের সবাইকে জরুরি ভিত্তিতে পুনঃনিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে। সকল কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট তাদের সবাইকে অনলাইনে নিবন্ধন গ্রহণ করে ৯ ডিজিটের ই-বিআইএন গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করবেন। এ বিষয়ে তারা ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে চালু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পুনঃনিবন্ধনের মাধ্যমে নতুন ই-বিআইএন গ্রহণ করলেও ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত পুরাতন ১১ ডিজিটের বিআইএন দ্বারাই অন্যান্য সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

(খ) এখন যারা নতুন ব্যবসায় শুরু করছেন বা করবেন তাদের আর ১৯৯১ সনের আইনের আওতায় নিবন্ধন গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। নতুন ই-বিআইএন এর মাধ্যমেই তারা ৩০ জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত উক্ত আইনের আওতায় অন্যান্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই কাস্টমস সিস্টেম অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড এর সাথে ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমের ইন্টিগ্রেশনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ৩০ জুন পর্যন্ত ৯ বা ১১ উভয় বিআইএন দিয়েই আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।
এ প্রেক্ষাপটে যারা নতুন ব্যবসায় শুরু করছেন বা করবেন তাদের পুরাতন ব্যবস্থায় ১১ ডিজিটের বিআইএন প্রদান নিরুৎসাহিত করতে হবে। তাদেরকে অনলাইনে নিবন্ধন গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের অনলাইনে নিবন্ধন গ্রহণে সহায়তা করতে হবে।

(গ) যেহেতু ৩০ জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত উভয় বিআইএন কার্যকর থাকছে এবং যেহেতু কাস্টমস সিস্টেম অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড এর সাথে ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে সেহেতু অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড এ উভয় বিআইএন ব্যবহার করে আমদানি-রপ্তানি চালান শুল্কায়ন করতে পারবে অর্থাৎ করদাতা যে বিআইএন ব্যবহার করবেন তা দিয়েই শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কমিশনার অব কাস্টমস কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(ঘ) বর্তমানে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত সকল দলিলাদি যেমন প্রোফরমা ইনভয়েস, এলসি, কমার্সিয়াল ইনভয়েস, প্যাকিংলিস্ট ইত্যাদিতে ১১ ডিজিটের বিআইএন ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ৩০ জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত যেহেতু ১১ ডিজিটের বিআইএন এবং ৯ ডিজিটের ই-বিআইএন সমান্তরালভাবে কার্যকর থাকবে। তাই বর্ণিত আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত সকল দলিলপত্রে করদাতা প্রদত্ত যেকোনো একটি (৯ বা ১১ ডিজিট) বিআইএন ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। আমদানি-রপ্তানির ব্যাংক সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রে যেকোনো

একটি বিআইএন গ্রহণ করলেই চলবে। একই সাথে ১ জুলাই, ২০১৭ তারিখ হতে শুধু ৯ ডিজিটের ই-বিআইএন ব্যবহার করতে হবে। সকল ব্যাংক যাতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করেন সেই লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(ঙ) বর্তমানে উৎসে কর্তনকারী সত্তা কর্তৃক টেন্ডারের মাধ্যমে সকল কেনাকাটায় ১১ ডিজিটের বিআইএন ব্যবহার বাধ্যতামূলক রয়েছে। নতুন নিবন্ধিত ৯ ডিজিটি বিশিষ্ট ই-বিআইএনধারী ব্যবসায়ীগণ যাতে টেন্ডারে অংশ গ্রহণ করতে পারেন সেই সুযোগ প্রদান করতে হবে। একই সাথে ১ জুলাই, ২০১৭ তারিখ হতে শুধু ৯ ডিজিটের ই-বিআইএন গ্রহণ করতে হবে।

৪। উল্লেখ্য www.nbr.gov.bd ওয়েবসাইট হতে ১১ ডিজিটের পুরাতন বিআইএন বা ৯ ডিজিটের ই-বিআইএন এর সত্যতা যাচাই করা যায়। হোম পেজের ডান-শীর্ষে অবস্থিত "চেক স্টেটাস (Check Status)" এ বিআইএন দ্বারা সার্চ করলেই করদাতার সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে এবং বিআইএন এর সত্যতাও নির্ধারণ করা যাবে। ৯ ডিজিটের ই-বিআইএন মূসক-২.৩ শীর্ষক ফরমে সনদ আকারে প্রদান করা হয়। এ সনদের নিচের দিকের কিউআর কোডটি স্ক্যান করলেও করদাতার বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। এ সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের জন্য ভ্যাট অনলাইন কন্টাক্ট সেন্টার নম্বর ১৬৫৫৫ এ কল করা যেতে পারে।

৫। সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম দ্রুত কার্যকর করতে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সর্বোপরি তা ব্যবসায়ের পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হবে। উপর্যুক্ত বিষয়ে সার্বিক সহায়তার সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

১৯/৪/১৭

মোঃ রেজাউল হাসান
সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন)
ও
প্রকল্প পরিচালক
ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প
pdvatonline@gmail.com

নং-০৮.০০০০.০৬৮.১১.০০৫.১২(৮১)/২০১৫/৫৪৯

তারিখ:১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ

বিতরণ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুযায়ী নয়)

১। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা। — তাঁকে অনুচ্ছেদ ৩(ঘ) বিষয়ে একটি নির্দেশনা জারির জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

২। সদস্য (মূসক: নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা
৩। সদস্য (মূসক: বাস্তবায়ন ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা
৪। সদস্য (সদস্য: মূসক নীরিক্ষা ও গোয়েন্দা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা
৫। সদস্য (কাস্টমস: নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা
৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল ব্যাংক), — তাঁকে অনুচ্ছেদ ৩(ঘ) বিষয়ে একটি নির্দেশনা জারি এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৭। মহাপরিচালক, সিপিটিইউ, বাংলাদেশ সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা — তাঁকে অনুচ্ছেদ ৩(ঙ) বিষয়ে একটি নির্দেশনা জারির জন্য অনুরোধ করা হলো।

৮। কমিশনার (সকল), কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, — তাঁকে অনুচ্ছেদ ৩(ক, খ ও গ) বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ এবং তাঁর কর্মএলাকায় অন্যান্য বিষয়গুলো মনিটরিং করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৯। কমিশনার (সকল), কাস্টম হাউস, — তাঁকে অনুচ্ছেদ ৩(গ) বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ এবং তাঁর কাস্টম হাউসের সকল সিএন্ডএফ এজেন্ট, আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকগণকে অনলাইনে নতুন ই-বিআইএন গ্রহণের নির্দেশনা জারি ও তাদের উৎসাহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১০। পিএস টু চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

১০/০৪/১৭
মুহম্মদ জাকির হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক
ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প
zakir@vat.gov.bd